

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

নজরুল ইসলাম

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স
২১ নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা



প্রকাশক—শ্রীকালীকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী
শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী এণ্ড সন্স্
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা

দুই টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীমনোরঞ্জন চক্রবর্ত্তী
কালিকা প্রেস
২১, নন্দকুমার চৌধুরী লেন, কলিকাতা


উপহার

বাবা বুলবুল !

তোমার মৃত্যু-শিয়রে ব'সে "বুল্‌বুল্‌-ই-শিরাজ" হাফিজের রুবাইয়াতের অনুবাদ আরম্ভ করি, যেদিন অনুবাদ শেষ ক'রে উঠ্‌লাম, সেদিন তুমি—আমার কাননের বুল্‌বুলি—উড়ে গেছ ! যে দেশে গেছ তুমি, সে কি বুলবুলিস্তান্‌ ইরানের চেয়েও সুন্দর ?

জানিনা তুমি কোথায় ! যে-লোকেই থাক, তোমার শোক-সন্তপ্ত পিতার এই শেষ দান শেষ চুম্বন ব'লে গ্রহণ ক'রো ।

তোমার চার বছরের কচি গলায় যে সুর শিখে গেলে, তা ইরানের বুল্‌বুলিকেও বিস্ময়ান্বিত ক'রে তুল্‌বে ।

শিরাজের বুল্‌বুল্‌-কবি হাফিজের কথাতেই তোমাকে স্মরণ করি,—

"সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাতনা বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায়, কবরের শিয়রে তার !"

মুখবন্ধ



আমি তখন স্কুল পালিয়ে যুদ্ধে গেছি সে আজ ইংরেজি ১৯১৭ সালের কথা। সেইখানে প্রথম আমার হাফিজের সাথে পরিচয় হয়

আমাদের বাঙালী পল্টনে একজন পাঞ্জাবী মৌলবী সাহেব থাকতেন। একদিন তিনি দীওয়ান-ই-হাফিজ থেকে কতকগুলি কবিতা আবৃত্তি ক'রে শোনান। শুনে আমি এমনি মুগ্ধ হয়ে যাই, যে, সেইদিন থেকেই তাঁর কাছে ফার্সি ভাষা শিখ্‌তে আরম্ভ করি।

তাঁরই কাছে ক্রমে ফার্সি কবিদের প্রায় সমস্ত বিখ্যাত কাব্যই প'ড়ে ফেলি।

তখন থেকেই আমার হাফিজের "দীওয়ান্" অনুবাদের ইচ্ছা হয়। কিন্তু তখনো কবিতা লিখ্‌বার মত যথেষ্ট সাহস সঞ্চয় ক'রে উঠ্‌তে পারিনি। এর বৎসর কয়েক পরে হাফিজের দীওয়ান্ অনুবাদ

কর্‌তে আরম্ভ করি। অবশ্য, তাঁর রুবাইয়াৎ নয়—গজল। বিভিন্ন মাসিক পত্রিকায় তা প্রকাশিতও হয়েছিল। ত্রিশ পঁয়ত্রিশটী গজল অনুবাদের পর আর আমার ধৈর্য্যে কুলোলনা, এবং ঐখানেই ওর ইতি হয়ে গেল।

তারপর এস, সি, চক্রবর্ত্তী এণ্ড্‌ সন্সের স্বত্বাধিকারী মহাশয়ের জোর তাগিদে ওর অনুবাদ শেষ করি।

যেদিন অনুবাদ শেষ হ'ল, সেদিন আমার খোকা বুল্‌বুল্‌ চ'লে গেছে!

আমার জীবনের যে ছিল প্রিয়তম, যা ছিল শ্রেয়তম তারই নজ্‌রানা দিয়ে শিরাজের বুল্‌বুল্‌-কবিকে বাঙ্‌লায় আমন্ত্রণ ক'রে আন্‌লাম!

বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তা গিয়াসুদ্দিনের আমন্ত্রণকে ইরানের কবি-সম্রাট্‌ হাফিজ উপেক্ষা করেছিলেন। আমার আহ্বান উপেক্ষিত হয়নি। যে পথ দিয়ে আমার পুত্রের "জানাজা" (শব-যান) চ'লে গেল, সেই পথ দিয়ে আমার বন্ধু, আমার প্রিয়তম ইরানী কবি আমার দ্বারে এলেন। আমার চোখের জলে তাঁর চরণ অভিষিক্ত হ'ল!

অন্যত্র হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী দিলাম। যদি

সময় পাই, এবং পরিপূর্ণ দীওয়ান-ই-হাফিজ অনুবাদ করতে পারি, তখন হাফিজের এবং তাঁর কাব্যের পরিপূর্ণ পরিচয় দিবার চেষ্টা করব!

সত্যকার হাফিজকে চিনতে হ'লে তাঁর গজল-গান—প্রায় পঞ্চশতাধিক—পড়্‌তে হয়। তাঁর রুবাইয়াৎ বা চতুষ্পাদী কবিতাগুলি প'ড়ে মনে হয়, এ যেন তাঁর অবসর সময় কাটানোর জন্যই লেখা। অবশ্য এতেও তাঁর সেই দর্শন, সেই প্রেম, সেই শারাব সাকী তেমনি ভাবেই জড়িয়ে আছে।

এ যেন তাঁর অতল সমুদ্রের বুদ্বুদ-কণা। তবে এ ক্ষুদ্র বিম্ব হলেও এতে সারা আকাশের গ্রহ তারার প্রতিবিম্ব প'ড়ে একে রামধনু-কণার মত রাঙিয়ে তুলেছে। হয়ত ছোট্ট বলেই এ এত সুন্দর।

আমি অরিজিন্যাল্ (মূল) ফার্সি হ'তেই এর অনুবাদ করেছি। আমার কাছে যে কয়টী ফার্সি দীওয়ান-ই-হাফিজ আছে, তার প্রায় সব কয়টীতেই পঁচাত্তরটী রুবাইয়াৎ দেখ্‌তে পাই। অথচ ফার্সি সাহিত্যের বিশ্ববিখ্যাত সমালোচক ব্রাউন সাহেব তাঁর History of Persian Literatureএ এবং মৌলানা শিব্‌লি নৌমানী তাঁর "শেয়রুল্ আজমে" মাত্র ঊনসত্তরটী

রুবাইয়াতের উল্লেখ করেছেন ; এবং এই দুইজনই, ফার্সি কবি ও কাব্য সম্বন্ধে authority—বিশেষজ্ঞ।

আমার নিজেরও মনে হয়, ওঁদের ধারণাই ঠিক। আমি হাফিজের মাত্র দুটী রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি—যদিও আরো তিন চারটী বাদ দেওয়া উচিত ছিল। যে দুটী রুবাইয়াৎ বাদ দিয়েছি, তার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হল। সমস্ত রুবাইয়াতের আসল সুরের সঙ্গে অন্ততঃ এই দুটী রুবাইয়াতের সুরের কোনো মিল নেই। বেসুরো ঠেকবে ব'লে আমি এ দুটীর অনুবাদ মুখবন্ধেই দিলাম।

১। জমায় না ভিড় অসৎ এসে,
যেন গো সৎলোকের দলে।
পশু এবং দানব যত
যায় যেন গো বনে চ'লে।
আপন উপার্জ্জনের ঘটায়
হয় না যেন মুগ্ধ কেহ,
আপন জ্ঞানের গর্ব্ব যেন
করে না কেউ কোনো ছলে॥

২। কালের মাতা দুনিয়া হ'তে,

পুত্র, হৃদয় ফিরিয়ে নে তোর

যুক্ত ক'রে দে রে উহার

স্বামীর সাথে বিচ্ছেদ ওর।

হৃদয় রে, তুই হাফিজ্ সম

হ'স যদি ওর গন্ধ-লোভী,

তুইও হবি কথায় কথায়

দোষগ্রাহী, অম্নি কঠোর!

রুবাইয়াতের আগাগোড়া শারাব, সাকী, হাসি, আনন্দ, বিরহ ও অশ্রুর মধ্যে এই উপদেশের বদ্-সুর কানে রীতিমত বেখাপ্পা ঠেকে।

তা ছাড়া কালের বা সময়ের মাতাই বা কে, পিতাই বা কে, কিছু বুঝতে পারা যায় না।

আমার অনুবাদের আটত্রিশ নম্বর রুবাই-ও প্রক্ষিপ্ত ব'লে মনে হয়। কেননা প্রথম দুই লাইনের সাথে শেষের দুই লাইনের কোন মিল নেই, এবং ওর কোনো মানেও হয় না। দিনের ঔরসে রাত্রি গর্ভবতী হবেন, এ আর যিনি লিখুন—হাফিজ লিখ্তে পারেন না।

এইজন্যই ব্রাউন সাহেব বলেছেন, ফার্সি কবিতার সব চেয়ে শুদ্ধ সংস্করণ হচ্ছে—তুরস্কে প্রকাশিত গ্রন্থ গুলি। তাঁর মতে—তুর্কীরা নাকি হিন্দুস্থানী বা ইরানীর মত ভাবপ্রবণ নয়। কাজেই তারা নিজেদের দু দশ লাইন রচনা অন্য বড় কবিদের রচনার সাথে জু'ড়ে দিতে সাহস করেনি বা পারেনি। অথচ, নাকি ভারতের ও ইরানীর সংগ্রাহকেরা ঐরূপ দুঃসাহসের কাজ করতে পশ্চাৎপদ নন এবং কাজেও তা করেছেন।

এ অনুযোগ হয়ত সত্যই। কেননা আমি দেখেছি, ফার্সি কাব্যের (ভারতবর্ষে প্রকাশিত) বিভিন্ন সংস্করণের কবিতার বিভিন্ন রূপ। লাইন, কবিতা উল্টো-পাল্টা ত আছেই, তার ওপর কোনোটাতে সংখ্যায় বেশী কোনোটায় কম কবিতা।, অথচ তুরস্ক-সংস্করণ বই সংগ্রহ করাও আমাদের পক্ষে একরূপ অসাধ্য।...

হাফিজ্‌কে আমরা—কাব্য-রস-পিপাসুর দল—কবি বলেই সম্মান করি, কবিরূপেই দেখি। তিনি হয়ত বা সুফী দরবেশও ছিলেন। তাঁর কবিতাতেও সে আভাস পাওয়া যায় সত্য। শুনেছি, আমাদের দেশেও মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশব সেন প্রভৃতি হাফিজের কবিতা উপাসনা-মন্দিরে আবৃত্তি করতেন। তবু তাঁর

কবিতা শুধু কবিতাই। তাঁর দর্শন আর ওমরখাইয়ামের দর্শন প্রায় এক।

এঁরা সকলেই আনন্দ-বিলাসী। ভোগের আনন্দকেই এঁরা এই জীবনের চরম আনন্দ বলে স্বীকার করেছেন। ইরানের অধিকাংশ কবিই যে শারাব সাকী নিয়ে দিন কাটাতেন, এও মিথ্যা নয়।

তবে, এও মিথ্যা নয় যে, মদিরাকে এঁরা জীবনে না হোক—কাব্যে প্রেমের আনন্দের প্রতীকরূপেই গ্রহণ করেছিলেন

শারাব বল্‌তে এঁরা বোঝেন—ঈশ্বরের, ভূমার প্রেম, যাহা মদিরার মতই মানুষকে উন্মত্ত ক'রে তোলে। সাকী অর্থাৎ যিনি সেই শারাব পান করান। যিনি সেই ঐশ্বরিক প্রেমের দিশারী, দেয়াসিনী। পান-শালা—সেই ঐশ্বরিক প্রেমের লীলা-নিকেতন।

ইরানী কবিদের অধিকাংশই তথাকথিত নাস্তিক-রূপে আখ্যাত হলেও, এঁরা ঠিক নাস্তিক ছিলেন না। এঁরা খোদাকে বিশ্বাস কর্‌তেন। শুধু স্বর্গ, নরক, রোজ্‌কিয়ামত্‌ (শেষ বিচারের দিন) প্রভৃতি বিশ্বাস করতেন না। কাজেই শাস্ত্রাচারীর দল এঁদের উপর এত খাপ্পা ছিলেন। এঁরা সর্ব্বদা নিজেদের "রিন্‌দান্‌"

বা স্বাধীনচিন্তাকারী, ব্যভিচারী ব'লে সম্বোধন করতেন। এর জন্য এঁদের প্রত্যেককেই জীবনে বহু দুর্ভোগ সহ্য করতে হয়েছিল।

হাফিজের সমস্ত কাব্যের একটী সুর—

"কায় বেখবর, আজ ফস্‌লে গুল্ ও তরকে শারাব!"

"ওরে মূঢ়! এমন ফুলের ফসলের দিন—আর তুই কিনা শারাব ত্যাগ ক'রে ব'সে আছিস!..."

* * * *

আমাকে যাঁরা এই রুবাইয়াৎ অনুবাদে নানারূপে সাহায্য করেছেন, তাঁদের মধ্যে আমার শ্রেয়তম আত্মীয়াধিক বন্ধু গীত-রসিক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত সরকার অন্যতম। তাঁরই অনুরোধে ও উপদেশে এর বহু অসুন্দর লাইন সুন্দরতর হয়ে উঠেছে। যদি এ অনুবাদে কোনো ত্রুটী না থাকে, তবে তার সকল প্রশংসা তাঁরই।

কলিকাতা
১লা আষাঢ়,
১৩৩৭

বিনয়াবনত
নজরুল ইস্‌লাম

রুবাইয়াৎ-ই-হাফিজ

১

তোমার ছবির ধ্যানে, প্রিয়,
দৃষ্টি আমার পলক-হারা।
তোমার ঘরে যাওয়ার যে-পথ
পা চলেনা সে-পথ ছাড়া।
হায়, দুনিয়ায় সবার চোখে
নিদ্রা নামে দিব্য সুখে,
আমার চোখেই নেই কি গো ঘুম,
দগ্ধ হ'ল নয়ন-তারা॥

২

আমার সুখের শত্রু হ'তে
লুকিয়ে চ'লে আয় লো ত্বরা।
আয়েশ্-সুখের আমন্ত্রণ আজ,
শারাব দিয়ে পাত্র ভরা'।
ঈর্ষ্যাতুরের কুমন্ত্রণায়
কোথায় যাবে, হে মোর ভীরু?
আমার প্রিয়া! শোনো শুধু
আমার কথা দুখ-পাসরা॥

৩

কর্‌ল আড়াল তোমার থেকে
যেদিন আমার ভাগ্য-লেখা,
সেদিন হ'তে ফোটেনি আর
আমার ঠোঁটে হাসির রেখা।
কী নিদারুণ সেই বিরহের
বাজ্‌ল ব্যথা আমার হিয়ায় ;—
আমি জানি, আর সে জানে
অন্তর-বিহারী একা ॥

৪

আমার সকল ধ্যানে জ্ঞানে
বিচিত্র সে সুরে সুরে
গাহি তোমার বন্দনা-গান,
রাজাধিরাজ, নিখিল জু'ড়ে !
কী বলেছে তোমার কাছে
মিথ্যা ক'রে আমার নামে
হিংসুকেরা,—ডাক্‌লে না আজ
তাইতে আমায় তোমার পুরে ॥

৫

আন্‌তে বল পেয়ালা শারাব
পার্শ্বে ব'সে পরাণ-বঁধুর।
নিঙাড়ি' লও পুষ্প-তনু
তন্বাঙ্গীর অধর-আঙুর।
আহত যে—ক্ষত-ব্যথায়
সোয়াস্তি চায়, চায় সে আরাম;
বিষম তোমার হৃদয়-ক্ষত,
ডাকো হাকিম কপট চতুর॥

৬

ভাব্‌নু, যখন কর্‌ছে মানা
বন্ধুরা সব আগ্‌লে ভাঁটি
দিলাম ছেড়ে এবার ফুলের
মরশুমে ভাই শারাব খাঁটি ।
ফুল্‌-বাগিচায় বুল্‌বুলিরা
উঠ্‌ল গেয়ে,—হায় রে বেকুব,
এমন ফাগুন, ফুলের ফসল,
নাইকো শারাব ?—সকল মাটি !

৭

বিশ্বে সবাই তীর্থ-পথিক
তোমার পথের কুঞ্জ-গলির।
ছুট্‌ছে নিখিল মক্ষী হয়ে
তোমার আনন-আনার-কলির।
আজ্‌কে যদি তোমার থেকে
মুখ ফিরিয়ে রয় গো কেহ,
কোন্ চোখে কা'ল দেখ্‌বে তোমায়
হায় রে বে-দিল্ সেই মুসাফির!

৮

তোমার আকুল অলক—হানে
গম্ভীর ছায়া রবির করে।
শুক্লা চতুর্দ্দশীর শশী
তোমার মুকুট, আঁধার হরে।
ও-কস্তুরী-কালো কেশের
নিশান ওড়ায় সন্ধ্যারাণী,
হে'রে ও-মুখ,—উদয়-উষা
পাণ্ডুর চাঁদ ডু'বে মরে॥

৯

ভিন্ন থাকার দিন গো আমার
আজকে পরাণ-প্রিয়ার সাথে।
বন্ধু নিয়ে খুশীর মউজ—
নেই গো সময় আজকে রাতে।
কি ফল র'য়ে সাবধানে আজ,
কাছে যখন নেইকো শারাব ?
না, না,—কাছে শারাব আছে,
নেইকো প্রিয়াই মন ভোলাতে॥

১

আমার পরাণ নিতে যে চায়
ঐ নিঠুরা রূপের পরী,
পরীর মতই রূপেরে সে
রাখে আঁখির আড়াল করি'।
কইনু তারে, "তুমি যে কও,
এইত এ-মুখ, কী আর এমন ?"
জবাব দিল, "তাইত বলি
লোভ ক'রোনা এ মুখ স্মরি'॥"

১১

রক্ত-রাঙা হ'ল হৃদয়

তোমার প্রেমের পাষাণ-ব্যথায়।

তোমার ও-রূপ জ্ঞান-অগোচর,

পৌঁছেনাকো দৃষ্টি সেথায়।

জড়িয়ে গেল ভীরু হৃদয়

তোমার আকুল অলক-দামে,

সন্ধ্যা-কালো কেশে বাঁধা

দেখ্‌ছি ওরে ছাড়ানো দায়॥

১২

রবি, শশী, জ্যোতিষ্ক সব

বান্দা তোমার, জ্যোতির্মতি !

যেদিন হ'তে বান্দা হ'ল-

পেল আঁধার-হরা জ্যোতি ।

রাগে অনুরাগে মেশা

তোমার রূপের রোশনীতে

চন্দ্র হ'ল স্নিগ্ধ-কিরণ,

সূর্য্য হ'ল দীপ্ত অতি ॥

১৩

যেদিন হ'তে হৃদয়-বিহগ
ব্যথার জালে পড়্‌ল ধরা,
সেই হ'তে তার মাথার 'পরে
ঝুলছে ছুরি রক্ত-ঝরা।
ত্যক্ত আমি হাতের কাছের
পেয়ালা-ভরা শর্‌বতে, তাই
কর্‌তেছি পান পাত্রে ব্যথার
রক্ত আমার হৃদয়-ক্ষরা॥

১৪

আমার করে তোমার অলক
জড়িয়ে বীণার তারের মত।
এ হৃদি-ভার আমার—শুধু
তোমার ঠোঁটে হয় আনত।
চিকণ তোমার ও-মুখখানি
ভুখা হিয়ার সান্ত্বনা মোর,
সর্ব্বগ্রাসী মোর ক্ষুধার খোরাক
ঐ দেহটুক? হায় বিধাতঃ!

১৫

তোমার পথে মোর চেয়ে কেউ
সর্ব্বহারা নাইকো, প্রিয় !
আমার চেয়ে তোমার কাছে
নাই সখি, কেউ অনাত্মীয় ।
তোমার বেণীর শৃঙ্খলে গো
নিত্য আমি বন্দী কেন ?
মোর চেয়ে কেউ হয়নি পাগল
পিয়ে তোমার প্রেম-অমিয় ॥

১৬

দল্‌তে হৃদয় ছল্‌তে পরাণ
দক্ষ সদা আমার প্রিয়া ।
তারি মিলন মাগি' ঝুরে
ভাগ্য-হত আমার হিয়া ।
গোলাব-ফুলী গাল গো তাহার,
রূপালী মুখ, চিকণ অধর ;
ফুলকে ভোলায় ফুল্লমুখী
মিঠে হাসির ছিটেন্‌ দিয়া ॥

১৭

পরাণ ভ'রে পিয়ো শারাব,
জীবন যাহা চিরকালের।
মৃত্যু জরা-ভরা জগৎ
ফিরে কেহ আস্‌বেনা ফের।
ফুলের বাহার, গোলাব-কপোল,
গেলাস-সাথী মস্ত্‌ ইয়ার,
এক লহমার খুশীর তুফান,
এই ত জীবন!—ভাব্‌না কিসের॥

১৪

আয়না তোমার আত্মার গো

তরল তোমার ঐ লাবণী।

সাধ জাগে ঐ ধ্যানের চরণ

করি আমার নয়ন-মণি।

না, না, আমার ভয় করে গো,

নয়ন-পাতার কাঁটায় পাছে

কমল-পায়ে বাজে ব্যথা !

খেয়ানে থাক সারাক্ষণই ॥

১

রঙীন মিলন-পাত্র প্রথম
পান করালে ইমান্‌দারী।
নেশায় যখন বুঁদ হয়েছি—
জাল বিছালে অত্যাচারী।
আঁখির সলিল-ধারা গো, আর
বুকের আগুন-জ্বালা নিয়ে
ভেজাই পোড়াই আপনারে
পথের ধূলি হ'য়ে তারি!

২০

তোমার মুখের মিল আছে, ফুল,
সাথে সে এক কমল-মুখীর।
যে-ফুল হে'রে দিল্ দেওয়ানা,
গন্ধ যথা সদাই খুশীর।
সাধ জাগে—এক ফুল্দানীতে
রাখি তোরে আর তাহারে,
ফুলেল্ ঠোঁটে চুম্ব নিতে
লাগ্বে সুবাস পুষ্প-মদির॥

২১

আপন্ ক'রে বাঁধতে বুকে
পারেনি কেউ তন্বী প্রিয়ার-
জ্ঞান-বুদ্ধি-বিত্ত মাঝে
বদ্ধ থাকে চিত্ত যাহার।
আমার কথা ঠাঁই পেলনা
চপল-আঁখি প্রিয়ার কানে-
রত্ন-দুল্ সে রইল প'ড়ে,
কর্ণে কভু উঠ্‌লনা আর !

২২

সোরাই-ভরা রঙীন্ শারাব
নিয়ে চলো নদীর তটে
নিরভিমান প্রাণে ব'সে
অনুরাগের ছায়া-বটে।
সবারই এই জীবন যখন
সেরেফ্ দুটো দিনের রে ভাই,
লুট ক'রে নাও হাসির মধু,
খুশীর শারাব ভরো ঘটে॥

২৩

তোমার হাতের সকল কাজে
হবে শুভ নিরবধি·
প্রিয়, তোমার ভাগ্যবশে
নিয়তির এই নির্দেশ যদি
দাও তাহ'লে, পান ক'রে নিই
তোমার দেওয়া শিরীন্ শারাব,
হ'লেও হব চির-অমর,
হয়ত ও-মদ সুধা-নদী ॥

২৪

কুঁড়িরা আজ কার্‌বা-বাহী
বসন্তের্ এই ফুল্-জল্‌সায় ।
নার্গিসেরা দল নিয়ে তার
পাত্র রচে সুরার আশায় ।
ধন্য গো সে-হৃদয়, যে আজ
বিম্ব হয়ে মদের ফেনায়
উপ'চে পড়ে শারাব-খানার
তোরণ-দ্বারের পথের ধুলায় ॥

২৫

কুন্তলেরি পাকে প্রিয়ার—
আশয় খোঁজে আমার পরাণ।
অভিশপ্ত এই জীবনের
কারার থেকে চায় যেন ত্রাণ।
"কী দেবে দাম" শুধায় তাহার
দেহের গেহের রূপ-দুয়ারী,
প্রিয়ার ভুরুর তোরণ-তলে
পরাণ দিলাম নজ্‌রানা দান॥

চাঁদের মত রূপ গো তোমার
ভর্‌ছে কলঙ্কেরি দাগে।
অহঙ্কারের সোনার বাজার
ডুব্‌ছে ক্রমে ক্লান্তি-কাগে।
লজ্জা অনেক দেছ আমায়,
প্রেম নাকি মোর মিথ্যা-ভাষণ!
আজ ত এখন পড়্‌ল ধরা
কলঙ্ক কোন্ মুখে জাগে॥

২৭

রূপসীরা শিকার করে
হৃদয়-বনের শিকারীকে
দেহে তাহার রূপের অধি
অলঙ্কারের চমক লিখে।
নার্গিস—যার শিরে হের
ফুলের রাণীর মুকুট-পরা,
নিরাভরণ —তবু তারই
রটে খ্যাতি দিগবিদিকে॥

তোমার ডাকার ও-পথ আছে
ব্যথার কাঁটায় ভ'রে খালি।
এমন কোনো নেই মুসাফির
ও-পথ বেয়ে চল্‌বে, আলি!
জ্ঞানের রবি ভাস্বর যার,
তুমি জান কে সে সুজন
প্রাণের রূপের পিল্‌সুজে যে
দেয় গো ব্যথার প্রদীপ জ্বালি॥

২৯

যেদিন আমায় কর্‌বে সুদূর
তোমার থেকে কাল-বিরহ,
পড়্‌বে যতই মনে, ততই
দিন হবে মোর দুর্ব্বিষহ।
ভুলেই যদি এ চোখ পড়ে
আর-কোনো রূপসীর রূপে,
অন্ধ আমি বইব তোমার
রূপের দাবী অহরহ॥

দাও মোরে ঐ গেঁয়ো মেয়ের
তৈরী খাঁটি মদ পুরানা
তাই দিয়ে আজ গুটিয়ে ফেলি
জীবনের এই গাল্‌চে'খানা।
যদি ধরার মন্দ ভালে
দাও ভুলিয়ে মস্ত্‌ ক'রে,
জানিয়ে দেবো এই সৃষ্টির
রহস্যময় সব অজানা॥

পূর্ণ কভু করেনাকো

সুন্দর-মুখ দিয়ে আশা ।

প্রেমের লাগি' যে বিবাগী—

ভাগ্য তাহার সর্ব্বনাশা ।

প্রিয়া তব লক্ষ্মী সতী

তোমার মনের মূর্ত্তিমতী

প্রেমিক-দলের নও তুমি কেউ,

পাওনি প্রিয়া-ভালোবাসা ॥

মদ-লোভীরে মৌলোভী কন,
পান করে এই শারাব যারা,
যেমন মরে তেমনি ক'রে
গোরের পারে উঠবে তারা।
তাইত আমি সর্ব্বদা রই
শারাব এবং প্রিয়ার সাথে,
কবর থেকে উঠব—নিয়ে
এই শারাব, এই দিল-পিয়ারা ॥

তারি আমি বান্দা গোলাম,
সৌখীন্ যে রস্-পিয়াসী।
গলায় যাহার দোলায় বিধি
পাগল প্রেমের শিক্‌লি ফাঁসি।
প্রেমের এবং প্রেম জানানোর
স্বাদ অ-রসিক বুঝ্‌বে কিসে ?
পান করে এ সুরার ধারা
সুর-লোকের রূপ-বিলাসী॥

৩৪

হয়না ধরার বিভব রাশি
জোর জুলুমে হস্তগত,
আনন্দের এই জীবন-সুধার
পায়নাকো স্বাদ বিষাদ-হত।
খুঁজ্‌ছ তুমি পাঁচটা দিনের
দুঃখ ভোগের পরিশ্রমে,
সাত শ' হাজার বছর ধ'রে
জম্‌ল ধরায় খুশী যত!

৩৫

আনন্দ আর হাসি গানের
প্রমত্ততার সময় হলো,
পেয়ালা, শারাব, দিল্-দরদী,
দিল্-রুবা নাও, বেরিয়ে চলো !
কটী ঁ য়র এই ত জীবন
তাই ত বলি, ক্ষণেক তরে
ঁজোর আঙুর-রক্ত ঢেলে
গেলাস বাটী রঙিয়ে তোলো !

৩৬

দর্‌বেশ-আমার সাম্‌নে এল
ফিরে তোমার সেই বিরহ,
বুকের কাটা ঘায়ে যেন
নুনের ছিটে দুর্ব্বিষহ।
ভয় ছিল, যে, তোমার থেকে
আর কিছুদিন রইব দূরে,
দেখ্‌ছি শেষে আস্‌ল আবার
সেই অশুভ দিন অ-বহ॥

৩৭

বিষাদ-ক্ষীণ এ অন্তরে মোর
থাকে যেন তোমার নজর,
তৃণ কুটীর পরেও ত গো
পড়ে রবির প্রভাতী কর !
যদি তোমার পথের ধূলি
হই গো প্রিয়,—নারাজ হয়ে
গা'ল দিওনা ! পাছে শোনে
পথের ধূলি তোমার সে স্বর ॥

৩৮

বিশ্বাসেরে মে'রে—হ'ল
প্রাণের বন্ধু শত্রু শেষে;
কত পথিক পথ হারাল
অবিশ্বাসের গহন দেশে।
পুরুষ-"দিবা"র ঔরসে গো
"রাত্রি" নাকি গর্ভযুতা,
দেখ্‌লনা যে পুরুষ—হ'ল
ধৃতগর্ভা কেমনে সে!

৩৭

ক্ষত হৃদয় যেমন চাহে,
হয় যদি গো, তেম্‌নিটি হোক ।
নয় উ'ড়ে যাক হৃদয়-বিহগ
অলখ-বিহার আত্মার লোক ।
আজও খোদার দর্‌গাতে গো
এতটুকু ভর্‌সা রাখি;
সকল দুয়ার খুল্‌বে গো তার
ভাগ্যদেবীর স্বর্গ অ-শোক ॥

৪০

কি লাভ, যখন দুষ্ট ভাগ্য
হাস্‌লনাকো মুখ ফিরিয়ে,
পেলনা দিল্‌ সুখের সোয়াদ,
দিন কাটাল ব্যথাই নিয়ে !
যে ছিল মোর চোখের জ্যোতি,
পুত্‌লা আঁখির, গেছে চ'লে !
নয়ন-মণিই গেল যদি,
কি হবে এ নয়ন দিয়ে !

৪১

সকল-কিছুর চেয়ে ভাল সুরাই·
যখন কাঁচা বয়েস,
প্রণয়-বেদন, মত্ততা, পাপ—
যৌবনেরি একার আয়েশ।
এই সে তামাম দুনিয়াটা-ই
বর্‌বাদ আর খারাব·রে ভাই,
মন্দ ধরায় মন্দ যা—তার
প্রমত্ততাই মানায় যে বেশ !

৪২

আয়ুর মরু বেয়ে এল ক্ষ্যাপা

প্লাবন আকুল ধারায়,

এই ত জীবন-পান-পিয়ালা

ভরার সময় কানায় কানায়।

হুশিয়ার হও সাহেব! যেন

খুশী হয়ে কালের কুলি

তোমার জীবন-গেহ থেকে

আস্‌বাব সব উঠিয়ে নে' যায়॥

৪৩

আল্‌তো ক'রে আঙুল রেখে
প্রিয়ার কালো পশ্‌মী কেশে,
কইনু তারে, "দাও গো জীবন,
এসেছি অমৃতের দেশে !"
কইল প্রিয়া, "অলক ছাড়,
তার চেয়ে এই অধর-ধর !
জোনাকো দীর্ঘজীবন—
ফূর্ত্তি মউজ্‌ ওড়াও হেসে !"

৪৪

বিনিদ্র কা'ল কাট্‌ল নিশি
এক্‌লা জেগে তোমার ব্যথায়,
অশ্রু-মণির হার গেঁথেছি
নয়ন-পাতার ঝালর-সুতায়।
তোমার তরে প্রাণ পোড়ানি
কইতে নারি কারুর কাছে;
আপন মনে তাই সারাদিন
আপন ব্যথা কই আপনায়॥

৪৫

বীরত্ব শেখ "খয়বরী"-দ্বার-
ভগ্ন-কারী "আলি"র কাছে,
দান কারে কয় শিখতে হ'লে
"কুন্‌বরের" ঐ বাদশা আছে।
ওরে হাফিজ, পিয়াসী কি
তুই করুণা-বারির তরে ?
শারাব-সুধার সাকি জানে
উৎস তাহার কোন্ কানাচে॥

৪৬

প্রিয়া তোমায় দেছে দাগা ?
বন্ধু পীড়ন সহ্য কর !
আমার পরামর্শ শোন,
সকল ভু'লে শারাব ধর ।
মত্লব্ হাসিল কর তোমার
খুবসুরতী রতির সাথে,
অন্তর দিওনা তারে
যে তব অযোগ্যতর ॥

৪৭

"বাবিলনের" যাদু বুঝি
গুরু তব চটুল চোখের,
হা'র মানে ও চোখের কাছে
যাদুকরী সকল লোকের
দুল্‌ছে যে ঐ অলক-গুচ্ছি
রূপকুমারীর কর্ণমূলে
দুলে যেন হাফিজের ঐ
কাব্য-মোতির চারপাশে ফের ॥

দেখ্ রে বিকচ ফুল্‌কুমারীর
রূপ-সুষমার আনন-শোভা,
দেখ বাদলের কাঁদন সাথে
ফুলের হাসি মনোলোভা !
কিসের এত ঠমক দেখায়
দেবদারু আজ দখ্‌'ণে হাওয়ায়,
রাণীরে কর্‌বে বীজন
দোল দিল এই আনন্দ বা !

৪৯

বুক হ'তে তার পিরাণ খোলে
শ্যামাঙ্গী ঐ তন্বী যখন,
ঠিক উপমা পাইনে খুঁজে
সে মাধুরী দেখায় কেমন !
এম্‌নি তরল রূপ গো তাহার—
বুকের তলে হৃদয় দেখায়,
স্বচ্ছ দীঘির কালো জলে
সুডৌল্‌ পাষাণ-নুড়ি যেমন !

০

মোমের বাতি ! পতঙ্গে এ

'লেও কি গো স্মরণ কর ?

আমার কাছে—ভালোবেসে

'লে যাওয়া কেমনতর !

তোমার তরে যে বেদনার

ফল্গুধারা বয় এ হৃদে,

জানে শুধু জীবন-মরুর

বালুর চর এ রৌদ্র-খর ॥

৫১

কে দেখেছে সরল মনের
য়া গো—যে দেখ্‌ব আমি !
আমার মত অনেকে ঐ
প্রাণ পীড়নের মুক্তিকামী ।
কর্‌ব কি আর—পরাণ প্রিয়,
তুমিই যদি কপট এত !
আমার মত ভাগ্য সবার
দেখ্‌নু সমান বিপথ-গামী ॥

৫২

সেই ভালো মোর—এই শারাবের
পিয়ালা দিয়ে তর্‌ করি দিল্‌,
যে সাধ আমার পুর্‌লনা তা
ভুল্‌ব গো আজ কর্‌ব বাতিল্‌।
ধার-করা এ জীবন আমার
বন্দী নিতি বুদ্ধি-কারায়,
আজ নিমেষের মুক্তি দেবো
তারে, ভেঙে কারার পাঁচিল॥

৫৩

আনন্দের্ ঐ বিহগ-পাখার
শব্দ শুনি অদূর নভে,
কিম্বা গো ও নম্র-চিতের
ফুলবাগানের খোশ্‌বু 'হবে।
অথবা ওই মৃদুল্ হাওয়া
তোমার শিরীন্ ঠোঁটের ভাষা,
কি এ যেন, এক অপরূপ
রূপকথা কি শুন্‌ছি তবে ?

৫৪

কাঁদি তোমার বিরহে গো
বেশী মোমের বাতির চেয়ে,
আরক্ত-ধার অশ্রু ঝরে
মদের সোরাই সম বেয়ে।
আমি গো পান-পেয়ালা যেন,
হৃদয় যখন ক্লপণ হেরি
দূর বাঁশরী-বিলাপ শুনি'
রক্ত-ধারায় উঠি ছেয়ে॥

৫৫

পরাণ-পিয়া ! কাটাই যদি
তোমার সাথে একটী সে রাত,
বসন সম জড়িয়ে রব
নিমেষ পলক কর্‌বনা পাত ।
য় কি আমার, যদিই সখি
তার পরদিন মৃত্যু আসে,
পান করেছি অমর-করা
তোমার ঠোঁটের "আব-ই-হায়াত্‌ !"

৫৬

আলিঙ্গন ও চুম্বন হায়
মর্‌ল তোমার খেয়ান ক'রে,
তোমার ঠোঁটের চুম না পেয়ে
পান্না চুনি গেল ম'রে।
কাহিনী আর বাড়াবনা
অল্পে সারি কল্পকথা,—
মর্‌ল কেহ ফিরে এসে
প্রতীক্ষাতে জীবন ধ'রে!

দয়িত মোর ! অঙ্গে এত
ছাড়্‌ব তোমায় কেমন করি',
মরকত্‌-নীল ও-কেশ-ফাঁসে
যতক্ষণ না প্রাণ বিসরি' ।
লোহিত চুণীর ঠোঁট গো তোমার
মোর জীবনী-শক্তি সে যে,
লক্ষ প্রবাল বিনিময়েও
পার্‌বনা তা দিতে, গোরি !

দুঃখ ছাড়া এ-জীবনে
হ'লনা আর কিছুই হাসিল্,
বিষাদ হ'ল সাথের সাথী
তোমায় দিয়ে আমার এ দিল্ ।
গোপন মনের স্বপন-সাথী
পেলামনা গো বন্ধু কোনো,
ব্যথাই আমার ব্যথার ব্যথী,
তোমার মতই নিঠুর নিখিল ॥

৫৯

আমায় প্রবোধ দেওয়ার তরে,
ভোরের হাওয়া, ব'লো তারে·
যে পাষাণীর মন গলেনা
আমার শত অশ্রু-ধারে,·
'সুখে তুমি ঘুমাও নিতি
দু'লে দু'লে আরাম-দোলায়,
কার নয়নে ঘুম নাহি আর—
উদয় কি হয় স্মরণ-পারে ?'

৬০

আর কতদিন কর্‌বে, প্রিয়,

এ উৎপীড়ন আমায় নিয়ে,

বিনা কারণ বিশ্ব নিখিল

জ্বালাবে ও হৃদয় দিয়ে ?

আশী   দের সম অসি

দুঃসাহসীর কঠোর হাতে,

তোমার হাতে পড়্‌লে তাহা

কর্‌বে তা' খুন তোমায় প্রিয়ে ॥

৬১

কোরান হদিস্ সবাই বলে—
পবিত্র সে বেহেশ্‌ত্ নাকি,
মিল্‌বে সেথাই আসল শারাব
তন্বী হুরী ডাগর-আঁখি !
শারাব এবং প্রিয়ায় নিয়ে
দিন কাটে মোর, দোষ কি তাতে ?
বেহেশ্‌তে যা হারাম নহে
মর্ত্ত্যে হবে হারাম তা কি ?

৬২

চন্দ্র সূর্য্য রাত্রি দিবা
বিচিত্র সে আবেগ ভরে,
ওগো প্রিয়, দেখি—তোমার
ধূলির 'পরে প্রণাম করে !
হৃদয় আঁখির সাধ হ'তে মোর
করোনা গো নিরাশ মোরে,
রইবে দূরে—বসিয়ে আমায়
প্রতীক্ষার ঐ অগ্নি 'পরে ?

৮৩

মদের মত কি আর আছে
ভুল্‌তে ব্যথা, তাতিয়ে তোলার ?
যুদ্ধ করার সাধ জাগে কি
সেনার সাথে এই বেদনার ?
এই ত তোমার কাঁচা মাথা,
এরির মাঝে বাতিল্‌ শারাব ?
কাঁচা সবুজ বয়েসই ত
খুশীর, গানের, পান-পিয়ালার ॥

৬৪

পাতার পর্দ্দানশীন্ মুকুল,
ফুটেই হেরে তোমায় পাছে !
মাতোয়ালা 'নার্গিস্' শরমে
তোমায় হেরি মরণ যাচে !
তোমার কাছে রূপের বড়াই
কেমন ক'রে কর্‌বে গো ফুল ?
ফুল পে'ল রূপ চাঁদ চোঁয়ায়ে,
চাঁদ পেল রূপ তোমার কাছে !

৬৫

আশ্বাসেরই বাণী তোমার
প্রতীক্ষার ঐ দূর সাহারায়
ফির্‌ছে আজো, আর কতদিন
ঢাক্‌বে রবি মরুর ধূলায় ?
বাঘের মুখে যাও গো যদি
লালসা আর লোভের বশে,
আখেরে যে শিকার হবে
গোরের হাতে মাটীর তলায় !

৬৬

তোমার আঁখি—জানে যাহা
বঞ্চনা আর ছল চাতুরী,
চ'ম্‌কে বেড়ায় অসি যেন
রণাঙ্গনে ঘুরি' ঘুরি'
তড়িৎ-জ্বালার ও-চোখ স্ফুরিত
গোল বাধাবে বঁধুর সাথে,
যে হিয়াতে শিলা ঝরে,
হায় গো তারি তরে ঝুরি ॥

৬৭

দাও এ হাতে—ফুর্ত্তি শিকার
করে সদা যে বাজপাখী,
প্রিয়ার মত প্রিয়ম্বদা
মদ-পিয়ালা দাও গো সাকী !
কুঞ্চিত ঐ কুন্তল—যা
পাক খেয়েছে শিক্‌লি সম
আন গো তায় দোস্ত, কর
এই দিওয়ানার হস্ত-রাখী !

৬৮

হায় রে, আমার এ বদ্‌নসিব
হ'ত যদি মনের মত !
কিম্বা গ্রহের চক্র ঘু'রে
আবার আমার বন্ধু হ'ত !
পালিয়ে যেত যৌবন মোর
যখন হাতের মুঠি হ'তে,
রেকাব সম রাখ্‌ত ধ'রে
এই জরারে সমুন্নত ॥

৬৯

ফুল্লমুখী দিল-পিয়ারী

বীণা, বেণু, একটু আড়াল,

এক রেকাবী কাবাব, সাথে

এক পেয়ালি শিরাজী লাল;

ধমনীতে উঠ্‌বে জ্ব'লে

লক্‌লকিয়ে অগ্নিশিখা,—

"হাতেমতাই"-এর অনুগ্রহও

চাইনা তখন মুহূর্ত্ত কাল !

৭০

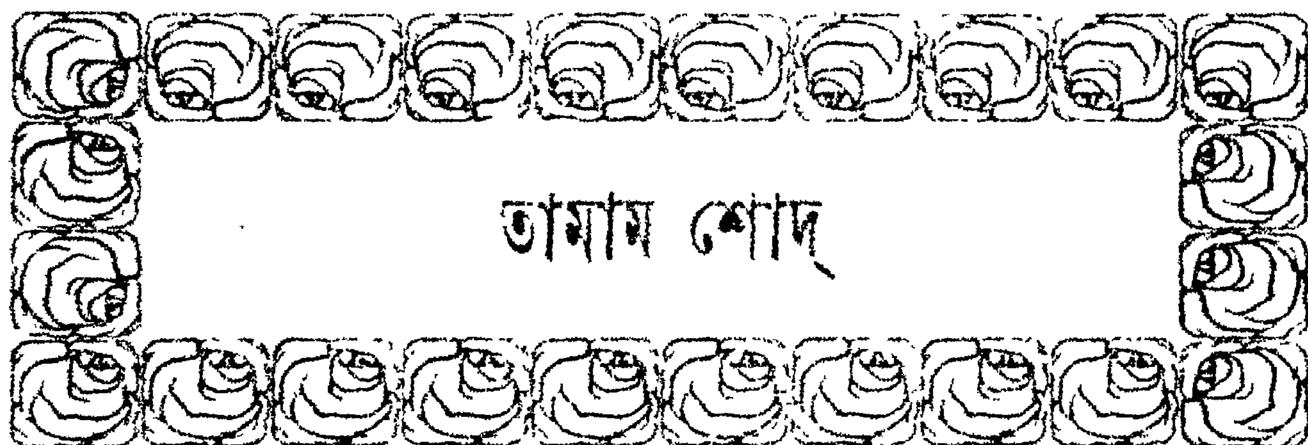
শাহী তখ্‌তে বসেছে ফুল
দেখ্‌নু সেদিন গুল্‌-বাগিচায়,
কইনু শোনো, সত্য যদি
শ্র তুমি রাজ-মহিমায়,
নিষ্পাপ এক কিশোর আমি
জ্বালাও তারেই রাত্রি দিবা,
তবু তোমার স্পে পাপ
চিরন্তনী, আফ্‌সোস্‌, হায় !

বন্দী বোঁটায় কইল কুসুম,
থাকত যদি শক্তি আমার
পালিয়ে যাবার রাস্তা পেলে
পালিয়ে যেতাম দূর বন-পার !
বিনা অপরাধেই মোরে
এমন ক'রে জ্বালায় যদি,
সত্যিকারের দোষী হ'লে
না জানি সে করত কি আর !

সেও এ মন্দ-ভাগ্য সম
এম্‌নি জালে ফাঁস্‌ত যদি,
হ'ত লাখো খারাবী তার
শারাব নিয়ে নিরবধি।
মি মাতাল, প্রেম-বিলাসী,
পাগল, ভুবন-দাহন-কারী,—
বস্‌লে কাছে রট্‌বে কুযশ
তাইত থাকি দুয়ার রোধি' ॥

৭৬

ওরে হাফিজ্, শেষ কর্ তোর
কৃত্রিম এই কলম্‌বাজি
হ'ল সময়—খোলা পাতা
ঝোলায় তু'লে রাখার আজি।
রব হয়ে বসার পাল
এবার রে তোর,—আজ্‌কে শুধু
শূন্য গেলাস টইটুম্বুর
কর্ রে ঢেলে শেষ শিরাজী !



তামাম শোদ্

বুলবুল-ই-শিরাজ

মরমী কবি হাফিজের সংক্ষিপ্ত জীবনী

শিরাজ ইরানের মদিনা, পারস্যের তীর্থভূমি। শিরাজেরই মোসল্লা নামক স্থানে বিশ্ববিশ্রুত কবি হাফিজ্ চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্মগ্রহণ করেন।

ইরানের এক নীশাপুর (ওমর খাইয়াম-এর জন্মভূমি) ছাড়া আর কোনো নগরই শিরাজের মত বিশ্বজোড়া খ্যাতি লাভ করে নাই। ইরাণের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ কবিরই লীলা-নিকেতন এই শিরাজ।

ইরানীরা হাফিজকে আদর করিয়া "বুলবুল-ই-শিরাজ" বা শিরাজের বুল্‌বুলি বলিয়া সম্ভাষণ করে।

হাফিজকে তাহারা শুধু কবি বলিয়াই ভালো বাসে না। তাহারা হাফিজকে "লিসান্-উল্-গায়েব্" অজ্ঞাতের বাণী), "তর্জ্জমান্-উল্-আসরার" (রহস্যের মর্ম্মসন্ধানী) বলিয়াই অধিকতর শ্রদ্ধা করে। হাফিজের

কবর আজ ইরানের শুধু জ্ঞানী গুণীজনের শ্রদ্ধার স্থান নয়, সর্ব্বসাধারণের কাছে "দর্গা," পীরের আস্তানা।

হাফিজের মৃত্যুর একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার কোনও জীবনী রচিত হয় নাই। কাজেই তাঁহার জীবনের অধিকাংশ ঘটনাই অন্ধকারের নীল মঞ্জুষায় চির বদ্ধ রহিয়া গিয়াছে। তাঁহার জন্ম মৃত্যুর দিন লইয়া ইরানেও তাই নানা মুনির নানা মত। হাফিজের বন্ধু ও তাঁহার কবিতা সমূহের (দীওয়ানের) মালা-কর গুল্-আন্দামের মতে হাফিজের মৃত্যু সাল ৭৯১ হিজরি বা ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ। কিন্তু তিনিও কবির সঠিক জন্ম সাল দিতে পারেন নাই।

হাফিজের পিতা বাহাউদ্দিন ইস্পাহান নগরী হইতে ব্যবসা উপলক্ষে শিরাজে আসিয়া বসবাস করেন। তিনি ব্যবসায় বেশ সমৃদ্ধিও লাভ করেন, কিন্তু মৃত্যু সময়ে সমস্ত ব্যবসা এমন গোলমালে জড়িত করিয়া রাখিয়া যান, যে, শিশু হাফিজ ও তাঁহার মাতা ঐশ্বর্য্যের কোল হইতে একেবারে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে আসিয়া পতিত হন। বাধ্য হইয়া তখন হাফিজকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে হয়। কোনো কোনো জীবনী-

লেখক বলেন, দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে হাফিজকে তাঁহার মাতা অন্য একজন সঙ্গতিসম্পন্ন বণিকের হাতে সমর্পণ করেন! সেখানে থাকিয়াই হাফিজ পড়াশুনা করিবার অবকাশ পান।

যে প্রকারেই হউক, হাফিজ যে কবি খ্যাতি লাভ করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কবিতা পড়িয়াই বুঝা যায়।

হাফিজের আসল নাম শামসুদ্দিন মোহম্মদ। "হাফিজ" তাঁহার "তখল্লুস্," অর্থাৎ কবিতার ভণিতায় ব্যবহৃত উপ-নাম। যাঁহারা পরিপূর্ণ কোরান কণ্ঠস্থ করিতে পারেন, তাঁহাদিগকেই মুসলমানেরা হাফিজ বলেন। তাঁহার জীবনী লেখকগণও বলেন, হাফিজ তাঁহার পাঠ্যাবস্থায় কোরান কণ্ঠস্থ করিয়াছিলেন।

তাঁহার পাঠ্যাবস্থাতেই তিনি স্বভাবদত্ত শক্তিবলে কবিতা রচনা করিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু তাহা তেমন আদর লাভ করিতে পারে নাই। কিছুদিন পরে "বাবা-কুহী" নামক শিরাজের উত্তরে পর্ব্বতোপরিস্থ এক দর্গায় (মন্দিরে) ইমাম আলি নামক এক দরবেশের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। সেদিন "বাবা-কুহী"তে সমস্ত রাত্রি ধরিয়া. ধর্ম্মোৎসব চলিতে

ছিল হাফি ঐ উৎসবে যোগদান করিতে গিয়াছিলেন। ইমাম আলি হাফিজকে রহস্যময় কোনো স্বর্গীয় খাদ্য খাইতে দেন এবং বলেন, ইহার পরেই হাফিজ কাব্যলক্ষ্মীর রহস্যপুরীর সকল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইবেন! ইহা সত্য কিনা জানিনা, কিন্তু হাফিজের সমস্ত জীবনী লেখকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। শুধু উল্লেখ নয়, বিশ্বাসও করিয়াছেন।

হাফিজ তাঁহার জীবিত কালে তাঁহার কবিতাসমূহ (দীওয়ান) সংগ্রহ করিয়া যান নাই। তাঁহার বন্ধু গুল্‌-আন্দামই সর্ব্বপ্রথম তাঁহার মৃত্যুর পর "দীওয়ান" আকারে হাফিজের সমস্ত কবিতা সংগ্রহ ও সংগ্রথিত করেন। কাজেই—মনে হয়, হাফিজের পঞ্চশতাধিক যে কবিতা আমরা এখন পাইয়াছি, তাহা ছাড়াও অনেক কবিতা হারাইয়া গিয়াছে, বা তিনি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।

হাফিজ ছিলেন উদাসীন সুফী। তাঁহার নিজের কবিতার প্রতি তাঁহার মমতাও তেমন ছিলনা। তাই কবিতা লিখিবার পরই তাঁহার বন্ধুবান্ধব কেহ সংগ্রহ না করিয়া রাখিলে তাহা হারাইয়া যাইত। কিন্তু তাঁহার কবিতার অধিকাংশই গজল-গান বলিয়া, লেখা

হইবামাত্র মুখে মুখে গীত হইত। ধর্ম্মমন্দির হইতে আরম্ভ করিয়া পান-শালা পর্য্যন্ত সকল স্থানেই তাঁহার গান আদরের সহিত গীত হইত।

হাফিজের গান অতল গভীর সমুদ্রের মত। কূলের পথিক যেমন তাহার বিশালতা, তরঙ্গ-লীলা দেখিয়া অবাক বিস্ময়ে চাহিয়া থাকে, অতল-তলের সন্ধানী ডুবুরী তেমনি তাহার তলদেশে অজস্র মণিমুক্তার সন্ধান পায়। তাহার উপরে যেমন ছন্দ-নর্ত্তন, বিপুল বিশালতা; নিম্নে তেমনি অতল-গভীর প্রশান্তি, মহিমা!...

আকাশের নীল পেয়ালা উপচিয়া আলোর শিরাজী ধরণীতে গড়াইয়া পড়ে, উন্মত্ত ধরণী নাচিয়া নাচিয়া শূন্যে ঘুরিয়া ফেরে। তারকার মণিমাণিক্য-খচিত আকাশ-পেয়ালার সাকীকে কবি ডাকে, শারাব ভিক্ষা করে আর গান গায়—"বদেহ্ সাকী ময়ে বাকী!" ওগো সাকী, আরো-আরো শারাব ঢাল! কিছুই বাকী রাখিওনা! পাত্র উজাড় করিয়া শারাব ঢাল!...

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ অভিমান করিয়াই তাঁহার জীবিত কালে বহু বন্ধুবান্ধবের শত সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁহার কবিতা সমূহ সংগ্রহ করিয় যান নাই। হাফিজের সময়ে শিরাজের শাসনকর্ত্তা ছিলেন শাহ আবু ইসহাক ইঞ্জা। তিনি নিজেও একজন কবি ও সমঝ্‌দার ছিলেন। তিনি হাফিজের অন্যতম ভক্ত এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহার কিছুদিন পরে শাহ সুজা শিরাজের শাসনকর্ত্তা হন। সুজা ইমাদ কির্‌মানী নামক একজন কবির অতিশয় ভক্ত ছিলেন। এমন কি তিনি হাফিজকে বড় ক বলিয়াই স্বীকার করিতেন না। শাহ সুজাও নিজে কবি ছিলেন, এবং তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতায় হাফিজের সমকক্ষ ছিলেন না বলিয়াই ইমাদ্‌কে বড় কবি বলিয়া হাফিজকে হেয় করিবার প্রয়াস পাইতেন। একবার শাহ সুজা হাফিজের কবিতার নিন্দাবাদ করায়, হাফিজ উত্তর দেন, ("তবুও আমার এই কবিতা সারা দেশের লোকে কণ্ঠস্থ, প্রশংসা এবং আবৃত্তি করে, কিন্তু এই নগরে এমন অনেক কবি আছে, যাহাদের কবিতা এই শহরের সীমা অতিক্রম করিতে পারে না।")

এই উত্তর শুনিয়া শাহ সুজার বুঝিতে বাকি রহিল না, যে, ইহা তাঁহাকেই উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে। কিন্তু 'তিনি যতই ক্রোধান্বিত হন, কিছু

করিতেও পারিলেন না। ইহার অল্পদিন পরেই হাফিজের দুই লাইন কবিতা তাঁহার হস্তগত হয়

"গর্ মুসলমানী আজ্ আনস্ত্ কে হাফিজ দারদ্
ওয়ায়্ আগর আজ্ পেয়্ ইমরোজ বুয়দ্ ফর্দায়ে।"

"হাফিজের যে ধর্ম্ম, ইহাই যদি মুসলমান ধর্ম্ম হয়, হায়, তাহা হইলে কবে আজকার দিন শেষ হইয়া কল্য আসিবে!"

এই কবিতার সুবিধা লইয়া শাহ সুজা মনস্থ করেন, হাফিজের বিধর্ম্মী বলিয়া বিচার হইবে। এই সংবাদ পাইয়া হাফিজ অতিশয় সন্ত্রস্ত হইয়া পড়েন। সেই সময় সৌভাগ্যক্রমে শিরাজে মৌলানা জায়নুদ্দিন আবু বকর তায়াবাদি উপস্থিত ছিলেন। হাফিজ গিয়া তাঁহার পরামর্শ ভিক্ষা করেন। তিনি হাফিজকে উহার সহিত আরও এমন দুই লাইন কবিতা জুড়িয়া দিতে বলেন, যাহার দ্বারা পূর্ব্বের দুই লাইন কবিতার অর্থ একেবারে উল্টা হইয়া যায়।

তদনুযায়ী হাফিজ উক্ত কবিতার সঙ্গে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা জুড়িয়া দেন।—

"ইঁ হদিসম্ চে খোশ্ আমদ্ কে সহরগাহ্মি গোফ্ত্
বর্ দরে ময়কদয়ে বা দফ ও নেয় তরসায়ে।"

"একজন খ্রীষ্টধর্ম্মী যখন এক সরাইএর দ্বারে বসিয়া তাম্বুরা এবং বাঁশী লইয়া এই গান গাহিতেছিল, তখন সেই প্রাতঃকালে আমার কাছে সে গান কেমন মজার শুনাইতেছিল!"

ইহার পরে নাস্তিক বলিয়া অভিযুক্ত হইয়া তিনি শেষের দুই লাইন কবিতা দেখাইয়া বলেন যে, পরিপূর্ণ কবিতাটী এই। সুতরাং বিচারে তিনি মুক্তি পান।...

হাফিজ সম্বন্ধে বিশ্ববিজয়ী বীর তৈমুরকে লইয়া একটী গল্প প্রচলিত আছে। হাফিজের নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা জগদ্বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে ঃ—

"আগর্ আঁ তুর্কে শিরাজী বেদস্ত্ আরদ্ দিলে মারা,
বখালে হিন্দুয়শ্ বখ্শম্ সমরকন্দ্ ও বোখারারা।"

"যদিই কান্তা শিরাজ-সজনী
ফেরৎ দেয় মোর চোরাই দিল্ ফের,
সমর্ কন্দ্ ও বোখারায় দিই
বদল তার লাল গালের তিল্‌টের !"

সেই সময় তৈমুরের সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল
দ । হাফিজ তাঁহার প্রিয়ার গালের তিলের জন্য তৈমুরের সাম্রাজ্য ও রাজধানী বিলাইয়া দিতে চাহেন শুনিয়া তৈমুর অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়া পারস্য জয়ের সময় হাফিজকে ডাকিয়া পাঠান। উপায়ান্তর না দেখিয়া হাফিজ তৈমুরকে বলেন, যে তিনি ভুল শুনিয়াছেন, শেষের লাইনের "সমরকন্দ্ ও বোখারারা"র পরিবর্ত্তে "দো মন কন্দ্ ও সি খোর্শ্মারা"

"আমি তাহার গালের তিলের বদলে দু'মণ চিনি ও তিন মণ খর্জ্জুর দান করিব !"

কেহ কেহ বলেন, হাফিজ এ উত্তর দেন নাই। তিনি নাকি দীর্ঘ কুর্ণিশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সম্রাট ! আমি আজকাল এই রকমই অমিতব্যয়ী হইয়া পড়িয়াছি !" এই উত্তর শুনিয়া তৈমুর এত আনন্দ

লাভ করেন, যে, হাফিজকে শাস্তি দেওয়ার পরিবর্ত্তে বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদান করেন।

হাফিজের নামে এইরূপ বহু গল্প প্রচলিত আছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই বিশ্বাস-যোগ্য নহে।

হাফিজের কবিতা পড়িয়া একবার মনে হয়, তিনি উদাসীন স্ফী ছিলেন। আবার দুই একটী কবিতা পড়িয়া মনে হয়, তিনি বুঝি সংসারীও ছিলেন। বিশেষ করিয়া তাঁহার নিম্নলিখিত কবিতা পড়িয়া মনে হয়, ইহা তাঁহার কোনো প্রিয় পুত্রের অকাল মৃত্যুকে উল্লেখ করিয়া লেখা হইয়াছিল

"দিলা দীদী কে আঁ ফরূজানা ফরূজন্দ্
চে দিদ্ আন্দর খমে ইঁ তাকে রঙ্গীন্
বজায়ে লওহে সিমিন দর কিনারশ্
ফলকে বর শের নেহাদশ্ লওহে সঙ্গীন

ওরে হৃদয়! তুই দেখেছিস—
পুত্র আমার আমার কোলে
কি পেয়েছে এই সে রঙীন
গগন-চন্দ্রাতপের তলে।

সোনার তাবিজ রূপার সেলেট
মানাতনা বুকে রে যার,
পাথর চাপা দিল বিধি
হায় কবরের সিথানে তার !”

১৩৬২ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর তাঁহার আর একটী পুত্র সন্তানের মৃত্যু হয়। ইহাও তাঁহার অন্য এক কবিতা পড়িয়া জানা যায়।

হাফিজের সমস্ত কাব্য “শাখ-ই-নবাত্” নামক কোনো ইরানী সুন্দরীর স্তব-গানে মুখরিত। অনেকে বলেন, “শাখ-ই-নবাত্” হাফিজের দেওয়া আদরের নাম। উহার আসল নাম হাফিজ গোপন করিয়া গিয়াছেন। কোন্ ভাগ্যবতী এই কবির প্রিয়া ছিলেন, কোথায় ছিল তার কুটীর, ইহা লইয়া অনেকে অনেক জল্পনা কল্পনা করিয়াছেন। রহস্য-সন্ধানীদের কাছে এই হরিণ-আঁখি সুন্দরী আজো রহস্যের অন্তরালেই রহিয়া গিয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, এই শাখ-ই-নবাঁতের সহিতই হাফিজের বিবাহ হয় এবং হাফিজের জীবিত কালেই তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু কোনো জীবনী লেখকই একথা নিশ্চিতরূপে বলিতে পারেন নাই।

হাফিজ যৌবনে হয়ত শারাব সাকীর উপাসক ছিলেন, পরে যে সুফী সাধকরূপে দেশের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন তাহা প্রত্যেক ইরানীই বিশ্বাস করে

তাঁহার মৃত্যু সম্বন্ধে একটী বিস্ময়কর গল্প যায়। শিব্‌লি নোমানী, ব্রাউন সাহেব প্রভৃতি পারস্য সাহিত্যের সকল অভিজ্ঞ সমালোচকই এই ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন।

হাফিজের মৃত্যুর পর একদল লোক তাঁহার "জানাজা" পড়িতে (মুসলমানী মতে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিতে) ও কবর দিতে অসম্মত হয়। হাফিজের ভক্তদলের সহিত ইহা লইয়া বিসম্বাদের সৃষ্টি হইলে কয়েকজনের মধ্যস্থতায় উভয় দলের মধ্যে এই সর্ত্তে রফা হয় যে, হাফিজের সমস্ত কবিতা একত্র করিয়া একজন লোক তাহার যে কোনো স্থান খুলিয়া দিবে; সেই পৃষ্ঠার প্রথম দুই লাইন কবিতা পড়িয়া হাফিজের কি ধর্ম্ম ছিল তাহা ধরিয়া লওয়া হইবে।

আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপে নিম্নলিখিত দুই লাইন কবিতা পাওয়া গিয়াছিল।—

"কদমে দরিগ মদার আজ জানাজয়ে হাফিজ,
কে গর্‌চে গর্‌কে গোনাহস্‌ত্‌ মি রওদ্‌ বেহেশ্‌ত্‌।"

"হাফিজের এই শব হ'তে গো তুলোনাকো চরণ প্রভু
যদিও সে মগ্ন পাপে বেহেশতে সে যাবে তবু !"

ইহার পরে উভয়দল মিলিয়া মহাসমারোহে হাফিজকে এক আঙুর বাগানে সমাহিত করেন। সে স্থান আজিও হাফিজিয়া নামে প্রসিদ্ধ।

দেশ বিদেশ হইতে লোক আসিয়া আজও কবির কবরে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করে।

কথিত আছে বাঙ্গলার কোন শাসনকর্ত্তা হাফিজকে তাঁহার সভায় আমন্ত্রণ করিয়া পাঠান। হাফিজ আসিতে সম্মতও হইয়াছিলেন। পারস্য উপসাগরের কূলে আসিয়া যখন তিনি জাহাজে উঠিতে যাইবেন, সেই সময় ভীষণ ঝড় উঠে। ইহাতে হাফিজ দৈব প্রতিকূল ভাবিয়া আবার শিরাজে ফিরিয়া আসেন এবং বাঙ্‌লার শাসনকর্ত্তার কাছে যে কবিতাটী পাঠাইয়া দেন, তাহার মর্ম্মার্থ এইরূপ ঃ—

"আজকে পাঠাই বাঙ্‌লায় যে ইরানের এই ইক্ষু-শাখা,
এতেই হবে ভারতের সব তোতার চঞ্চু মিষ্টিমাখা।
দেখ গো আজ কল্পলোকের কাব্যদূতীর অসম সাহস,
এক বছরের পথ যাবে সে, একটী নিশি যাহার বয়স !"

হাফিজ পারস্য ছাড়িয়া আর কখনো কোথাও যান নাই। (স্বদেশ এবং স্ব-পল্লীর প্রতি তাঁহার অণু-পরমাণুতে অপূর্ব্ব মমতা সঞ্চিত ছিল।) বহু কবিতায় তাঁহার বাস-পল্লী "মোসল্লা" এবং "রোক্‌নাবাদের" খালের প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়।

হাফিজ নিজের সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন—

"বর সরে তর্‌বতে মা চুঁ গুজরি হিম্মত্‌ খাহ্‌,
কে জিয়ারত্‌গহে রিন্দা জাহাঁ খাহেদ্‌ শোদ্‌!"

"আমার গোরের পার্শ্ব দিয়া যেতে চেয়ো আশীস্‌ তুমি,
এ গোর হবে ধর্ম্ম-স্বাধীন নিখিল-প্রেমিক-তীর্থভূমি!"

আজ সত্য সত্যই হাফিজের কবর নিখিলের প্রেমিকের তীর্থভূমি হইয়া উঠিয়াছে!

কুঞ্জিকা

বে-দিল্ = হৃদয়হীন।

মুসাফির = পথিক।

বান্দা = দাস।

রৌশনী = ঔজ্জ্বল্য।

আনার-কলি = ডালিম কুঁড়ি

মস্ত্ = উন্মত্ত।

লহমা = নিমেষ।

ইমানদারী = বিশ্বাস-জনক।

দেওয়ানা = পাগল।

শিরীন্ = মিষ্টি।

কার্ব্বা = রৌপ্যপাত্র।

নার্গিস্ = Narcissus. এক প্রকার ইরানী ফুল। ইরানী কবিরা ইহার সহিত সুন্দরীদের চোখের তুলনা দেন।

নজ্‌রানা = উপহার।

দিল্-পিয়ারা = হৃদয়েশ্বরী।

দিল্-দরদী = ব্যথার ব্যথী, হৃদয়ের সাথী।

কুঞ্জিকা

দিল্‌-রুবা = এক প্রকার তারের বাদ্যযন্ত্র।

খয়বরী-দ্বার ভগ্ন-কারী আলী = আলী হজরত মোহাম্মদের জামাতা। ইনি সে যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বীর ছিলেন। কথিত আছে, "খয়বর" প্রদেশ অধিকারের সময় ইনি উহার দুর্গ-দ্বার হাত দিয়া ভাঙিয়া ফেলিয়া-ছিলেন।

কুনবরের বাদশা = আরবের বিখ্যাত দান-বীর ছিলেন।

বাবিলনের যাদু = আরবী ও ইরানীরা বলে, বাবিলনই সকল যাদুর আদি জন্মভূমি।

আব-ই-হায়াত = মৃত-সঞ্জীবনী-সুধা।

গোরি = গৌরবর্ণা তন্বী।

হদিস্‌ = মোহাম্মদের বাণী।

বেহেশ্‌ত্‌ = স্বর্গ।

হারাম = নিষিদ্ধ।

শাহী তখ্‌ত্‌ = সম্রাটের সিংহাসন।

শিরাজী = শিরাজে প্রস্তুত দ্রাক্ষাসব।